দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 12 SEP 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

তিন ভাগে ছাত্র আন্দোলন

ভ্যাট পুনর্বিবেচনা ও আন্দোলন প্রত্যাহারের আহ্বান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিকপক্ষের

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফি'র ওপর আরোপিত মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) প্রত্যাহারের আন্দোলন নিয়ে ছাত্ররা তিন ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এক পক্ষ আজ শনিবার থেকে তিন দিনের ও আরেক পক্ষ আগামীকাল রবিবার থেকে অনির্দিষ্টকাল ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করে। আরেকটি গ্রুপ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

অন্যদিকে মালিক পক্ষও ভ্যাটের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছেন। একই সঙ্গে ছাত্র আন্দোলন প্রত্যাহারের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার রাজধানীর স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক সংবাদ সম্মেলনে আজ শনিবার থেকে সোমবার এই তিনদিনের ছাত্র ধর্মঘটের ঘোষণা দেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের প্ল্যাটফর্ম 'নো ভ্যাট অন এডুকেশন' এর

পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

তিন ভাগে ছাত্র

২০ পৃষ্ঠার পর

অন্যতম সমন্বয়ক জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী।

এ সময় তিনি বলেন, অবিলম্বে টিউশন ফির ওপর থেকে ভ্যাট প্রত্যাহার ও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) মাধ্যমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য টিউশন ফি নির্ধারণের নীতিমালা প্রণয়নের দাবিতে আমরা ধর্মঘট

পালন করবো। দেশের সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এই ধর্মঘট পালিত হবে। এ সময় আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (এআইইউবি), ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ইউআইইউ), মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ডেফোডিল ইউনিভার্সিটি ও ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা তাদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন। পরে ধানমন্ডি এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করেন তারা।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের অপর একটি অংশ গতকাল সকালে রাজধানীর আফতাবনগরে এক পৃথক সংবাদ সম্মেলনে আগামীকাল রবিবার থেকে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের ডাক দেন। ওই সংবাদ সম্মেলনে ইষ্ট-ওয়েষ্ট ইউনিভার্সিটিসহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। তারা অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানান।

এ সময় শিক্ষার্থীরা বলেন, শুধু শিক্ষার্থীদের ওপর থেকে নয়, শিক্ষা খাত থেকেই ভ্যাট প্রত্যাহার করতে হবে। এ জন্য আমরা রবিবার থেকে নিজ নিজ ক্যাম্পাসে লাগাতার ধর্মঘট পালন করবো। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এ আন্দোলন চলবে।

'ভ্যাট শিক্ষার্থী নয়, বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে হবে' এমন ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে চলমান আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রকল্যাণ ফাউন্ডেশন নামে একটি সংগঠন। গতকাল শুক্রবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেয়া হয়। এরপর কেউ আন্দোলন করলে বা আন্দোলনের উস্কানি দিলে তা প্রতিহতের হুঁশিয়ারি দেয়া হয়।

সংগঠনের সভাপতি আসাদুজ্জামান রনো বলেন, 'গত দু'দিনে রাজধানীতে দেখা গেছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভ্যাট ইস্যুতে ক্লাসরুম ছেড়ে মাঠে নেমে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের ভুল বুঝিয়ে মালিক পক্ষ রাস্তায় নামিয়েছে। মালিক পক্ষের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে আমাদেরই শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা পুলিশের রাবার বুলেট, টিয়ারশেল ও লাঠিচার্জের শিকার হয়েছেন। আমরা তাদের প্রতি সমবেদনা জানাই। শিক্ষার্থীদের কোনো ধরনের ভ্যাট দিতে হবে না এবং টিউশন ফি বাড়বে না- সরকারের এমন ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলন প্রত্যাহার করছি। এরপর যদি কেউ আন্দোলন করতে চায় বা উস্কানি দেয়, তবে বুঝতে হবে নিঃসন্দেহে স্বার্থান্বেষী মহল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ব্যবহার করে নিজেদের নীলনকশা বাস্তবায়ন করতে চায়। এ ব্যাপারে সবার সজাগ দৃষ্টি কাম্য। এ সময় আনন্দ সাহা পার্থ, গাজী ফয়সাল ইসলাম, নাহিদুর রহমান জয়, আমিনুল ইসলাম তারেক, রাজ্জাক হোসাইন রাজ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির সভাপতি শেখ কবির হোসেন বলেছেন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা ভ্যাট দেবে না কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ভ্যাট দেবে কীভাবে ? গতকাল শুক্রবার বিকালে সংবাদ সম্মেলনে এমনই প্রশ্ন রেখে সরকারের ভ্যাটের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার দাবি জানান।

তিনি বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয় ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে। আর কোনো ট্রাস্টি প্রতিষ্ঠানের ওপর ভ্যাটারোপ করা হয় না। ভ্যাট আরোপ করা হয় লাভজনক প্রতিষ্ঠানের ওপর। বিশ্ববিদ্যালয় ?কিন্তু লাভজনক প্রতিষ্ঠান নয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে তিনি প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

শেখ কবির হোসেন বলেন, বর্তমান আইনে ট্রাস্টি বোর্ড ভ্যাট দিতে পারে না। ট্রাস্ট এর উপর ভ্যাট আরোপ হয় না। এ বিষয়ে এনবিআরকে ব্যাখ্যা দেয়ার আহবান জানান তিনি।

শিক্ষার্থীদের আন্দোলন তুলে নেয়ার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের ওপর ভ্যাট আরোপ করা হয়নি। করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর। তাই এটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই দেখবে।

চলতি অর্থবছর থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজের ওপর সাড়ে সাত শতাংশ হারে ভ্যাট আরোপ করে সরকার। এর প্রতিবাদে আন্দোলন করে আসছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীরা।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি'র ওপর সাড়ে ৭ শতাংশ হারে ভ্যাট আরোপের প্রতিবাদে গত কয়েক মাস ধরেই আন্দোলন চালিয়ে আসছেন শিক্ষার্থীরা। গত বুধবার রামপুরায় ইষ্ট-ওয়েষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কর্মসূচির মধ্যে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হলে এর প্রতিবাদে এবং ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে এর পর দিন অর্থাৎ গত বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রাস্তায় নামে আন্দোলনকারীরা। ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সড়ক আটকে বিক্ষোভ করলে এতে কার্যত অচল হয়ে পড়ে রাজধানী।